বাংলাদেশের ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী এক বছর অধ্যয়নের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে

ঢাকা, ১২ই আগস্ট-- বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ের ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী যুক্তরাষ্ট্রে আগামী এক বছর অবস্থান করে সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করবে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পার্টনারশিপস ফর লারনিং ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড স্টাডি প্রোগ্রাম (পিফোরএল-ইয়েস) এর আওতায় এইসব শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে। আগামী শনিবার তারা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা ঢাকা ত্যাগ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর, ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের আমেরিকান সেন্টার এবং ন্যাসেল ওপেন ডোরের যৌথ আয়োজনে গত ৮ই আগস্ট আমেরিকান ক্লাব প্রাঙ্গণে অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক প্রি-ডিপারচার ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে ইউএসএআইডি-র মিশন ডিরেক্টর জিন জর্জ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান। যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাসের কালচারাল এটাশে ডক্টর মিশেল জোন্‌স, আমেরিকান সেন্টারের স্টুডেন্ট এডভাইজার আরেফিন জাহান এবং ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনস ইন বাংলাদেশের মহাসচিব দুলাল বিশ্বাসও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের আতিথেয়তায় আন্ডারগ্রাজুয়েট পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আমেরিকান স্টাডিজ ইনিস্টিটিউট কর্মসূচীতে ২০০৩ সালে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের অন্যতম ওমর ফারুক অনুষ্ঠানে তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। আমেরিকান এলামনাই এ্যাসোসিয়েশনের সাদি রহমান যুক্তরাষ্ট্রের জীবনধারা সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দেন।

পিফোরএল-ইয়েস কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী আমেরিকার কোন একটি পরিবারের সাথে বসবাস করার পাশাপাশি সেখানকার স্কুলে লেখাপড়া করবে। আমেরিকান সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভ ও নেতৃত্বের দক্ষতা অর্জন এবং স্ব-স্ব দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমেরিকানদের ধারণা দেয়ার জন্য তারা নিজেদেরকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করবে। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পিফোরএল-ইয়েস কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করছে। এর আগে ২০০৩ সালে এই কর্মসূচীতে নাইজেরিয়া, পাকিস্থান, তুরস্ক, পশ্চীম তীর/গাজা, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য দেশ থেকে মোট ১৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। এ বছর এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং আফগানিস্থান, ভারত, আলজেরিয়া, সৌদি আরব ও ইসরাইলের আরব কম্যুনিটির শিক্ষার্থীরা অংশ নেবে।

যুব সমাজের মাঝে আগের চেয়ে আরো বেশী মাত্রায় কাজ করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর পিফোরএল-ইয়েস কর্মসূচী নামের এই বৈশ্বিক উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সংলাপে সম্পৃক্ত করে আগামী প্রজন্মের সদস্যদের মাঝে বোঝাপড়া আরো বাড়ানো এবং মুসলিম সমাজের সাথে আমেরিকান সমাজের যে অভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পিফোরএল বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেবে। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো মধ্যপন্থাকে জোরদার করা এবং শিক্ষার সুযোগ প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করা।

ঢাকার একজন অংশগ্রহণকারী মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন ওরিয়েন্টশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখে। তার মতে ''যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ভাগ্যান্বষণের দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মুক্ত চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রকাশ উপলব্ধি করার জন্য আমি আগ্রহভরে অপেক্ষা করছি।" জুবায়ের ফ্লোরিডার টিটুসভিলেতে (প্রায় ৪০ হাজার মানুষের একটি শহর) একটি আমেরিকান পরিবারের সাথে বসবাস করবে এবং সেখানকার একটি হাইস্কুলে লেখাপড়া করবে।

জুবায়ের বলে, ''দুই সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আমেরিকানদের স্বচ্ছ ধারণা পাবার ক্ষেত্রে এই কর্মসূচী অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর মতো আমাকেও সাহায্য করবে। যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিবারের সাথে আমি এক বছর বসবাস করবো তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি এখন বেশ উদগ্রীব হয়ে আছি।"

২০০৪ সালের পিফোরএল-ইয়েস কর্মসূচীর আওতায় এবার অংশ নিচ্ছে শাইয়ান রহিম চৌধুরী, সারোয়াদী হোসেন, এস এম ফাহাদ বিন কামাল, মোহাম্মদ ইমরান কায়েস, মোহাম্মদ আরিফুর রহমান, রাইসা সাফিনাতুল কাজী, সামিয়া ইদ্রিস সিরাজ, রোয়েসকি জাফির বকশি, মোহাম্মদ জামাল, নিয়াজ মোহাম্মদ জাইদি এবং মোহাম্মদ জোবায়ের হোসেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মা-বাবারাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা হলেন বজলুর রহমান চৌধুরী, সামিরা হুদা চৌধুরী, মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, তাহেরা বেগম, এ কে এম কামাল উদ্দিন, আখতার জাহান, আয়েশা রশীদ, আনিসুর রহমান, কুমকুম নাহার, কাজী আজিজুল হক, সৈয়দা রাশিদা ইয়াসমীন, মোহাম্মদ ইদ্রিস, রাশিদা আখতার, দিল আফরোজা খানম, নাহরিন জাফির বকশী, এম. এ. মাকসুদুল আলম জাইদি, নাজমা সাইদি, মোহাম্মদ নকিবুল হোসেন এবং আফরোজা হোসেন।

==========

জিআর/ ২০০৪

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'অ্যামেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: dhaka@pa.state.gov *এবং Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) যোগাযোগ করুন।*